দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৫.২.৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৫ ...

022

বাংলা টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যান্ড কোর্স বন্ধ হবার উপক্রম

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে দেশের বিভিন্ন কমার্শিয়াল এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোতে বাংলা শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং কোর্স বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপক্রম হয়েছে। সরকারী অফিস-আদালত দফতর পরিদফতরসহ সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের পদক্ষেপ হিসেবে স্বাধীনতার পর জরুরী ভিত্তিতে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং কোর্সের প্রবর্তন করা হয়।

সরকারী নির্দেশে ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সনে দেশের প্রতিটি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট থেকে একজন করে মোট ৩০ জন জুনিয়র ইন্সট্রাক্টরকে ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে দ্রুত বাংলা ভাষা চালুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণ শেষে এসব শিক্ষক স্ব স্ব ইন্সটিটিউট দেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারী অফিসে কর্মরত ইংরেজী স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিস্টদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে কারিগরি শিক্ষা পরিদফতর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট একটি স্কীম পেশ করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা বাস্তবায়িত করা হয়নি।

পরে পুনরায় বাংলা শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়-

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলা টাইপ

(১ম পৃঃ পর)

নের জন্যে কারিগরী শিক্ষা পরিদফতরের পরিচালক অনুরূপ একটি স্কীম সরকারের নিকট পেশ করেন। ১৯৮০ সালের নবেম্বর মাসে সরকার এই স্কীমটি অনুমোদন করেন এবং কিছুদিন পরই দেশের সরকারী কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর জন্যে মোট ৩৪টি লেকচারারের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই ৩৪টি লেকচারারের পদের মধ্যে ১৭টি হচ্ছে বাংলা শর্ট হ্যান্ড এবং ১৭টি টাইপ রাইটিংএর।

কিন্তু অদ্যাবধি এসব লেকচারারের পদ পূরণ হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের নানা অজুহাত এবং টালবাহানার ফলে লেকচারারের পদ পূরণে বিলম্ব হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৯৮১ সালের ১০ই মার্চ শিক্ষামন্ত্রণালয় এইসব লেকচারারের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত নিয়মাবিধি প্রকাশের পরও তা পূরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।